সনাতনী কামিনী

N. c. Neel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
...
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর কাব্যিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে। তিনি পারেননি হিন্দু পিতৃতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে। হিন্দু পিতৃতন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সফল পিতৃতন্ত্র। এতটাই সফল যে, তা নারীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তার সাথে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিজেকে পোড়ালে স্বর্গলাভ হয়! হিন্দু পিতৃতন্ত্র এতো বেশি সফল যে, রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী প্রতিভারাও এই পিতৃতন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন। সেই পিতৃতন্ত্রের রাজত্ব এখনও ভালোভাবেই বহাল আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন, "যাঁরা দাবি করেন, সনাতন ধর্মের নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জন্যই তা এত হাজার বছর ধরে টিকে আছে, তাঁদেরকে বলতে চাই: টিকিয়া থাকাটাই চরম সার্থকতা নয়। অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।"

শরৎচন্দ্রের ভাষাতে বলতে হয়, আজকে আমরা তেলাপোকা কতোটা নারীস্বাধীনতা দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব|

~ O ~

সনাতন ধর্ম হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর আরেক নাম হল হিন্দুধর্ম। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই প্রত্যেকটা ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়াটা আমার পক্ষে কেন, অনেক বড় বড় লেখকের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই আমি হিন্দুধর্মে প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করবো।

আগেই স্বীকার করে নিই, লেখাটা পুরোপুরি আমার মৌলিক নয়। তা লেখা হয়েছে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন লেখা থেকে ও বিভিন্ন ধর্মীয় বই থেকে সংকলিত করে।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

সনাতন ধর্মানুসারী অনেক প্রগতিশীল (!) মানুষ দেখেছি, যারা বলে, হিন্দুধর্ম নারীকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে। ইসলামী মৌলবাদ নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ ও গণমাধ্যমগুলো ব্যস্ত থাকার কারণে এইসব তথাকথিত প্রগতিশীল হিন্দু সমালোচনা করে ইসলামিক শরিয়া আইন ও নারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করাকে। কিন্তু তারা সমালোচনা করে না সতীদাহ প্রথার। আবার অনেকে স্বীকারই করে না যে, সতীদাহ প্রথা বলতে কিছু ছিল হিন্দু ধর্মে। লেখাটা তাদেরকে উৎসর্গ করলাম।

~ O ~

সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ। এই কারণে এই ধর্মের আরেকটি নাম হলো বৈদিক ধর্ম। শুক্ল-যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে তুলনা করা হয়েছে এভাবে: "সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যার পশুসংখ্যা স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি" (২/৩/২/৮)।

শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩ নম্বর শ্লোকে আমরা পাচ্ছি: "বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (৪/৪/২/১৩)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন: "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)।

দেবী-ভাগবতপুরাণেও নারীর চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে: "নারীরা জোঁকের মত, সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মুর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে" (৯:১)।

~ O ~

হিন্দুধর্মের রীতিনীতির মূল উৎস হলো মনুসংহিতা। তাতে মনু খুব ভালো করে নারীদের সম্মান করেছেন।

তিনি সেখানে বলেছেন: "নারীরা ধর্মজ্ঞ নয়, এরা মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় অশুভ, এই শাস্ত্রীয় নিয়ম" (মনুসংহিতা, ৯/১৮)।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে: "বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ/উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেবব" (৫:১৫৪), যেটার বাংলা অর্থ - স্বামী দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্গুণ হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

আর কোনও স্ত্রী যদি তার স্বামীকে অবহেলা করে, তাহলে তার শাস্তিও বাতলে দেয়া আছে মনুসংহিতায়: "কোনো নারী (স্ত্রী) যদি স্বামীকে অবহেলা করে, ব্যভিচারিণী বলে সংসারে তো নিন্দিত হবেই, সাথে-সাথে যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে, শুধু তাই নয় পরজন্মে শৃগালের গর্ভে জন্ম নেবে সেই নারী" (৫:১৬৩-১৬৪)।

স্বামীকে সেবা করার মাধ্যমে স্ত্রীর স্বর্গবাসের নিশ্চয়তাও পাওয়া যায় মনুসংহিতায়: "স্ত্রীদের জন্য স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত বা উপবাস নেই, শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারী স্বর্গে যাবে" (৫:১৫৫)।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর স্বর্গলাভের জন্য স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে হবে। তবে বিকল্প একটি "মানবিক" সমাধান দেয়া আছে মনুসংহিতায়: "পুস্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ/ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥" (৫:১৫৭). বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় - স্ত্রী সারা জীবন ফলমূল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, কিন্তু অন্য পুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না।

আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কী করবে? হ্যাঁ, পবিত্র মনুসংহিতার মাধ্যমে মনু সমাধান দিয়ে গেছেন: "ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি/পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥" (৫:১৬৮). এবার শুনুন বাংলা অর্থ - দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে স্বামী আবার বিয়ে এবং অগ্ন্যাধ্যান করবেন। কী চমৎকার বিধান!

মনুসংহিতায় বলা আছে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কাজ হবে: "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ/পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥" (২:৬৭). বাংলা অর্থ - পতিসেবা, গুরুগৃহে বাস (স্বামীগৃহে বাস), গৃহকর্ম পরিচালনা করা এবং অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট রাখাই একজন সতী-সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য।

পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে: "সন্তান জন্ম দেওয়া নারীর কর্তব্য এবং সন্তান উৎপাদনার্থে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে" (৯:৯৬)।

মনুসংহিতায় নারীকে ধর্ম থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে: "যে সকল নারী একদা বৈদিক মন্ত্র-শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক" (২:৬৬); "নারী মন্ত্রহীন, অশুভ" (৯:১৮)।

মনুসংহিতা অনুসারে যাঁদের জন্য হোম নিষিদ্ধ, তাঁরা হলেন: "কন্যা, যুবতী, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তির হোম নিষিদ্ধ এবং করলে নরকে পতিত হয়" (১১:৩৭)!

মনুসংহিতাতে লিপিবদ্ধ আছে, স্বামীর অপ্রিয় কোনো কিছু করা যাবে না: "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং" (৫:১৫৬). বাংলা অর্থ - সাধ্বী নারী কখনো জীবিত অথবা মৃত স্বামীর অপ্রিয় কিছু করবেন না।

নারীর গুণাবলি সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা আছে: "নারীর কোনো গুণ নেই, নদী যেমন সমুদ্রের সাথে মিশে লবনাক্ত (সমুদ্রের গুণপ্রাপ্ত) হয়, তেমনই নারী বিয়ের পর স্বামীর গুণযুক্ত হন" (৯:২২)।

এখানেই নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে বলা হচ্ছে: "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্/ বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥" (৯:২) বাংলা অর্থ - স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন।

এর পরবর্তী শ্লোক: "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (৯:৩) বাংলা অর্থ - স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।

এবার দেখুন মনুসংহিতার আরেকটি বিখ্যাত শ্লোক: "স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ্ দূষণম্/অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥" (২:২১৩). বাংলা অর্থ - "নারীর স্বভাবই হলো পুরুষদের দূষিত করা..."!

মনুসংহিতার ঈশ্বরতুল্য মনুর আরেকটা উক্তি উর্লেখ না করে পারছি না: "নৈতা রূপং পরীক্ষনতে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ/সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥" (৯:১৪). বাংলা অর্থ - "যৌবনকালে নারী রূপ বিচার করে না, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে।"

পুরো মনুসংহিতা পড়লে দেখা যাবে, যখনই নারী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা জায়গায় নারীকে এভাবে "সম্মানিত" করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে মনু হচ্ছেন ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত প্রথম পুরুষ, যার বংশধর হিসেবে আমরা মানব। মনুর ধর্মই মানব ধর্ম। মনুর মাধ্যমে ঈশ্বর যে বিধান দিয়েছেন, সেটারই নাম মনুসংহিতা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মনুর এই মতবাদ থেকেই এসেছে মনুবাদ, আর মনুবাদ থেকে এসেছে মানবতাবাদ!

~ O ~

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। আজ আপনাদের কিছু অমৃত পান করাব।

মহাভারতের উল্লেখযোগ্য এক চরিত্র হলেন ভীষ্ম। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী: উহাদের (স্ত্রীলোকদের) মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। ... কাষ্ঠরাশি দ্বারা যেমন অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা যেমন সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তি হয় না, তদ্রুপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না। (১৩/৩৮)
(আহা! পুরুষেরা তো চির-একগামী!)

এবার দেখুন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা, যিনি নাকি জীবনেও মিথ্যে কথা বলেননি: উহারা (নারীরা) ক্রিয়া-কৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোনো পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রুপ উহারা নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। (১৩/৩৯)

পিতামহ ভীষ্মের মতে, নারী আর শূদ্রের মধ্যে সব ধরনের দোষ আছে: মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে। (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২)

পিতামহ ভীষ্ম আরও বলেন: স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নেই। (কারণ) তারা বীর্যশূণ্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন। (অনু, ১৩/৩৯).

নারী কতো ভয়াবহ প্রাণী, এবারে দেখুন: তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান-সমান হবে। (অনুশাসনপর্ব ৩৮)

ব্রাহ্মণদের মন ও দেহরঞ্জনের জন্য নারীদেরকে যজ্ঞের সময় দান করে দিতে দেখা যায় পবিত্র মহাভারতে। মহাভারতের কথিত শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নিজেও যজ্ঞে-দানে-দক্ষিণায় বহুশত নারীকে দান করে দিতেন অবলীলায় অতিথিরাজাদের আপ্যায়নে! (আশ্বমেধিকপর্ব ৮০/৩২, ৮৫/১৮)

ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাতেও নারী দান করার বিধান রয়েছে। শ্রাদ্ধের দক্ষিণার তালিকাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের নারী দান করার রীতি আছে। দেখুন : আশ্রমবাসিকপর্ব ১৪/৪, ৩৯/২০, মহাপ্রস্থানপর্ব ১/৪, স্বর্গরোহণপর্ব ৬/১২,১৩।

সত্যিকারের সতী-সাধ্বী কারা, জানতে চান? যারা স্বামী ব্যতীত পুংলিঙ্গের কোনও বস্তুও দর্শন করে না। এই দেখুন: "ন চন্দ্রসূর্যৌ ন তরুং পুন্নাম্নো যা নিরীক্ষতে/ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিণী"; বাংলা অর্থ: যে নারী স্বামী ব্যতীত কোনো পুংলিঙ্গান্ত (নামের বস্তু), চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষও দর্শন কওে না, সে-ই ধর্মচারিণী। (মহাভারত, ১৩/১৩৪/৩৯)
(এর জন্যে তো আবিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোরখা প্রয়োজন!)

~ O ~

এবার আসা যাক শ্রী ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী গীতাতে।

পঞ্চপাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীমান অর্জুনের মুখে আমরা শুনতে পাই: "অধর্মাভিভাবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ/স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥" (গীতা, ১:৪০). বাংলা অর্থ: হে কৃষ্ণ, অধর্মের আবির্ভাব হলে কুলস্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। আর ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়।

বর্ণসংকর হলে কী হয়? - "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘানাং কুলস্য চ/পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥" (গীতা, ১:৪১). বাংলা অর্থ: বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, এটা অর্জুনের কথা, ভগবানের নয়। তবে ভগবান কিন্তু অর্জুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এবার ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী শোনা যাক: "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহ্যপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ/স্ত্রিয়ো ব শ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥" (গীতা, ৯:৩২). বাংলা অর্থ: আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এসব পাপযোনিরাও পরম গতি লাভ করে থাকে। (ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, নারীর সঙ্গে বৈশ্য, শূদ্ররাও পাপযোনির আওতায় পড়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা পড়েনি। তবে ভগবানের কাছে নারীর কোনও জাত নেই। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেও নারী পাপযোনি হবে। নারীর যোনি সব সময়ই সকল পাপের উৎস।)

~ O ~

ইসলামী স্বর্গে যেমন প্রতি মুসলিম পুরুষের জন্য ৭২ টি হুরের বন্দোবস্ত আছে, হিন্দু উপাখ্যানগুলোতেও যুদ্ধকালে বীরের মতো মারা গেলে পরকালে নারীপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো যুদ্ধ করে মারা গেলে স্বর্গে পাওয়া যাবে অসংখ্য সুন্দরী নারী। দেখুন : বনপর্ব ১৮৬-১৮৭, কর্ণপর্ব ৪৯/৭৬-৭৮, শান্তিপর্ব ৬৪/১৭, ৩০; ৯৬/১৮, ১৯, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১০৬; রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ৭১/২২, ২৫, ২৬, সুন্দরকাণ্ড ২০/১৩। (সূত্র : প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৬৩). (তবে শহীদ হতে উন্মুখ ও হুরস্বপ্নবিভোর মুসলিমদের মতো হিন্দু বর্তমান জগতে আর দেখা যায় না)

দেবী দুর্গাকে শক্তির দেবী বলে পুজা করে অনেক হিন্দু হয়তো হিন্দুধর্মে নারীবাদের দেখা পান। তবে দেবী দুর্গার আবির্ভাব জানা থাকলে অমন চিন্তা মাথাতেও আসবে না। এই দেবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্নন পুরুষ দেবতার জ্যোতি থেকে। মহিষাসুর বর পেয়েছিলেন যে, মানব, দেবতা বা দানব কারো হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে না। যখন মহিষাসুর দেবতাদের বিতাড়িত কররেন স্বর্গ থেকে, তখন তারা একজোট হয়ে তাদের জ্যোতি দিয়ে তৈরি করলেন দেবী দুর্গাকে। পুরুষের প্রয়োজন মেটাতেই দেবী দুর্গার জন্ম।

~ O ~

হিন্দুধর্মের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রথা হলো সতীদাহ প্রথা। এই বাংলাতে ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তেরো বছরে পুণ্যলাভের আশাতে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানানো হয়েছিল। ওই সময়ে হিন্দু নারীদের বিয়ে হতো ১০-১২ বছরের মধ্যে। এবং এই প্রথার বলিদের অধিকাংশের বয়স ২০-রও কম। একবার কল্পনা করে দেখুন তো: একটা বালিকাকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগুনের দিকে। নিশ্চিত মৃত্যু আঁচ করে বালিকা সবার হাতে-পায়ে ধরছে বাঁচার জন্য। সেই বালিকার বাবা-মাও আছে সেখানে। তারা তাদের মেয়ের নিশ্চিত ৩৫,০০০,০০০ বছরের স্বর্গপ্রাপ্তির কথা ভেবে বাধা দিতেও পারছে না। বালিকাটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগুনের দিকে, আর বাবা-মা বলছে, “বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল...”

ঋগ বেদের দশম মণ্ডলের ১৮ নম্বর সূক্তের ৭ নম্বরে পরিষ্কারভাবে বলা আছে:

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু/অনস্রবো.অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনযোযোনিমগ্রে॥

অর্থাৎ, গুণশালী পুরুষদের বিধবারা ঘি ইত্যাদি প্রলেপ ধারণ করুক। স্বামী যে চিতায় শায়িত আছে সেখানে তারা উঠে যাক, আভরণে সজ্জিত হয়ে, কোনো দুঃখ বা অশ্রুজল ছাড়াই।

অথর্ব বেদে বলা আছে: আমরা মৃতের বধু হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি। (১৮/৩/১,৩)

পরাশর সংহিতায় বলা আছে: মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সাথে ৩৫,০০০,০০০ বৎসরই স্বর্গবাস করে। (৪:২৮)

ব্রহ্মপুরাণে বলা আছে: যদি স্বামীর প্রবাসেও মৃত্যু হয়, তবে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর পাদুকা বুকে ধারণ করে অগ্নিতে প্রবেশ করা।

~ O ~

সনাতন ধর্মের মতো প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে নারীবিদ্বেষী পুরুষালি বিধান। তবু গড়পড়তাভাবে নারীরাই বেশি ধর্মপ্রবণ কেন? তাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে ধর্ম নামের অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর এই জঞ্জাল থেকে।